হজ উমরা ও যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় : হজের মূল পর্ব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

কঙ্কর নিক্ষেপ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা

১. হাত উঁচু করে বা বাহু তুলে কঙ্করগুলো লক্ষ্যস্থলে এমনভাবে নিক্ষেপ করতে হবে, যাকে নিক্ষেপ বলা যায়। উক্ত স্থানে শুধু রেখে দেয়া যথেষ্ট নয়।

২. ধারাবাহিকভাবে একের পর এক কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। দীর্ঘ বিরতি দিবেন না। সামান্য বিরতি দিলে কোনো সমস্যা নেই। ভিড় বা কোনো সমস্যা ছাড়া বিরতি দিবেন না।

৩. সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সতর্কতামূলক সাতবারের অতিরিক্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। তবে যদি কোনো কঙ্কর লক্ষ্যস্থলের বাইরে পড়ে যায় তাহলে পুনরায় আর একটা নিক্ষেপ করবে।

৪. কঙ্কর ছাড়া সোনা, সিরামিক, লোহা, শুকনো মাটি ইত্যাদি বস্তু নিক্ষেপ করা যাবে না।

৬. কতবার নিক্ষেপ করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে সর্বনিম্ন সংখ্যা ধর্তব্য হবে। তবে শুধু শুধু সন্দেহ ধর্তব্য হবে না। সেটাকে আমলে না নিয়ে দূর করে দিতে হবে।

৭. যদি কেউ নিশ্চিত হয় যে, সে ছয়বারই কঙ্কর নিক্ষেপ করেছে, তবে সাতটি পূর্ণ করতে হবে। আর যদি পাথর মারা শেষ করে চলে আসার পর নিশ্চিত হয় যে, তিনি ছয়টি কঙ্করই নিক্ষেপ করেছিলেন, তাহলে সতর্কতামূলক পন্থা হলো, পরবর্তী দিন সপ্তমবারের কঙ্কর নিক্ষেপটি কাযা করে নেয়া। যদি কেউ কাযা না করে তাহলে উত্তম হলো, কিছু সদকা করা।

৮. বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে হাত তুলে দো'আ করবেন না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7413

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন